ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৫২১
আগরতলা, ৩ মে, ২০২৫

গত অর্থবছরে পশ্চিম জেলায় ৬১ হাজার ৫৬৩টি বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাগৃহে সম্প্রতি জিলা পরিষদের দারিদ্র দূরীকরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। দারিদ্র দূরীকরণ স্থায়ী কমিটির সভাপতি নিয়তি ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির অন্যান্য সদস্য-সদস্যাগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের আধিকারিক জানান, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত পশ্চিম জেলায় ৬১ হাজার ৫৬৩টি বাড়িতে জলজীবন মিশনে পাইপ লাইনে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ২০টি নতুন গভীর নলকূপ খনন এবং চালু করা হয়েছে। ৩০টি অগভীর নলকূপ খনন ও চালু করা হয়েছে। ১১৮টি আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের পশ্চিম জেলা কার্যালয়ের আধিকারিক জানান, গত অর্থ বছরে পশ্চিম জেলায় ৩০০ হেক্টর জমিতে পাম ওয়েল চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ২২৮ হেক্টর জমিতে এই পাম ওয়েল চাষ করা হয়েছে। সভায় শ্রম দপ্তরের জেলা শ্রম পরিদর্শক জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পশ্চিম জেলায় ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে প্রথম শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ৫,৯৯২ জন ছাত্রছাত্রীকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪০০ টাকা। ৩৪টি পরিবারকে পরিবারের সদস্যের মৃত্যুজনিত কারণের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এজন্য ৫৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ২১টি পরিবারকে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। দূরারোগ্য রোগ ব্যধির চিকিৎসার জন্য জেলার ২৬টি পরিবারকে চিকিৎসার জন্য ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। জেলা শ্রম পরিদর্শক সভায় আরও জানান, জেলার গতবছর বন্যাকবলিত ১০,৯৪৬টি নির্মাণ শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এতে ৪ কোটি ৩৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া জেলার ৩৬ জন নির্মাণ শ্রমিক পেনশন স্কিমে প্রতিমাসে ১০০০ টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মোহনপুর মহকুমা বিভাগের আধিকারিক জানান, গতমাসে মোহনপুর মহকুমায় এমজিএন রেগায় ২৬৯টি শ্রমদিবসের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

******